#RiseWithRICE

RICE IAS

প্রত্যাশিত

MAINS TOPIC

DEEP ANALYSIS

for

IAS মেইনস পরীক্ষা

From

08th Jun to 13th Jun 2026

INDEX

1. **সাধারণ অধ্যয়ন ২** ____ **01**
   1.1. রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থা ____ 01
      1.1.1. এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬ – সুশীল সমাজের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারণ ____ 01
      1.1.2. সুপ্রিম কোর্টের সম্মুখে অধ্যাদেশ সংক্রান্ত প্রশ্ন ____ 05
   1.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ____ 08
      1.2.1. ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক: আস্থার সংকট নিরসন ____ 08
   1.3. সামাজিক ন্যায়বিচার ____ 13
      1.3.1. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (PwDs) জন্য সমআচরণ ____ 13

2. **সাধারণ অধ্যয়ন ৩** ____ **19**
   2.1. অর্থনীতি ____ 19
      2.1.1. ভারতের গ্রস-নেট FDI বৈপরীত্য ____ 19

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | **IAS 10-Month GS PCM** | **Degree + IAS** | **Prelims Test Series**

সাধারণ অধ্যয়ন ২

1.1. রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থা

1.1.1. এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬ – সুশীল সমাজের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারণ

প্রেক্ষাপট

- বৈদেশিক অনুদানপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার করতে ২০২৬ সালের ২৫শে মার্চ লোকসভায় **এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬** [FCRA (Amendment) Bill, 2026] উত্থাপন করা হয়।
- বিলটি ২০২০ সালের এফসিআরএ সংশোধনী আইন দ্বারা সৃষ্ট কঠোর নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামোকে আরও সম্প্রসারিত করে। সমালোচকদের মতে, প্রস্তাবিত এই পরিবর্তনগুলো সাধারণ নিয়ন্ত্রণের গণ্ডি ছাড়িয়ে সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর **কার্যনির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ** (executive control) বহুলাংশে বাড়িয়ে তুলবে।

ভূমিকা

- **বৈদেশিক অনুদান (নিয়ন্ত্রণ) আইন বা এফসিআরএ (FCRA)** মূলত এনজিও (NGOs), দাতব্য ট্রাস্ট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় সংগঠনগুলোর দ্বারা বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ ও তার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে।
- এর ঘোষিত উদ্দেশ্যগুলো হলো—বৈদেশিক অর্থায়নে **স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা** নিশ্চিত করা এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা।
- ২০২৬ সালের এই সংশোধনীটি সরকারি নজরদারি সম্প্রসারণের লক্ষ্য রাখলেও, তা সুশীল সমাজের স্বায়ত্তশাসন (autonomy), **সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকার** এবং সাংবিধানিক স্বাধীনতার বিষয়ে গভীর উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে।

বিলের প্রধান প্রধান বিধানসমূহ

১. **অধ্যায় III-A (Chapter IIIA) এর প্রবর্তন**

- বিলটিতে একটি নতুন অধ্যায় যুক্ত করা হয়েছে, যা এমন সব সংস্থার **সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও হস্তান্তরের** (management and vesting of assets) বিষয়ে নির্দেশ দেয় যাদের এফসিআরএ (FCRA) নিবন্ধন বাতিল হয়ে গেছে।
- এটি একটি আইনি কাঠামো তৈরি করে যার মাধ্যমে সরকার একজন **অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ বা ডেজিগনেটেড অথরিটির** (Designated Authority) মাধ্যমে বৈদেশিক অর্থায়নে গড়ে ওঠা সম্পদের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিতে পারবে।

২. **নিবন্ধনের স্বয়ংক্রিয় অবসান** (Section 14B)

- যদি কোনো সংস্থার নিবন্ধন নবায়ন প্রত্যাখ্যাত বা বিলম্বিত হয়, অথবা সংস্থাটি নিজে থেকে তা সমর্পণ (surrender) করে, কিংবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে ব্যর্থ হয়—তবে তার এফসিআরএ নিবন্ধন **স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবসান** (Automatic Cessation) ঘটবে।
- এর ফলে কোনো গুরুতর অপরাধের প্রমাণ ছাড়াই কেবল **প্রক্রিয়াগত বা প্রশাসনিক ত্রুটির** (procedural issues) কারণেও সংস্থাগুলো তাদের আইনি মর্যাদা হারাতে পারে।

৩. **সম্পদের সাময়িক হস্তান্তর বা অধিগ্রহণ** (Section 16A)

- নিবন্ধন বাতিল, সমর্পণ বা অবসান হওয়ার সাথে সাথেই সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক অনুদান এবং তার দ্বারা অর্জিত সমস্ত সম্পদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুমোদিত কর্তৃপক্ষের (Designated Authority) অধীনে চলে যাবে বা **সাময়িকভাবে হস্তান্তরিত** (provisional vesting) হবে।

- এই হস্তান্তর প্রক্রিয়াটি কোনো পূর্ববর্তী **বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা (judicial review)** ছাড়াই ঘটবে, যা সংস্থার সম্পদের ওপর কার্যনির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণকে মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি করে।

৪. **অনুমোদিত কর্তৃপক্ষের ব্যাপক ক্ষমতা**

- অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ (Designated Authority) সংশ্লিষ্ট সংস্থার সম্পদ নিজের দখলে নিতে পারে, প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে পারে, আর্থিক বিষয়াদি তদারকি করতে পারে এবং সামগ্রিক কার্যকলাপে নজরদারি চালাতে পারে।
- জনস্বার্থের অজুহাতে এটি সম্পদ স্থানান্তর, পরিচালনা বা বিক্রি করারও অধিকার রাখে, যা একে ব্যাপক **বিচক্ষণামূলক ক্ষমতা (discretionary powers)** প্রদান করে।

৫. **সম্পদের স্থায়ী হস্তান্তর**

- যদি কোনো সংস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার নিবন্ধন পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়, তবে সাময়িক এই অধিগ্রহণ বা হস্তান্তর প্রক্রিয়াই **স্থায়ী রূপ (permanent vesting)** নেবে।
- এরপর সরকার সেই সম্পদ স্থানান্তর বা বিক্রি করে দিতে পারে এবং তা থেকে প্রাপ্ত অর্থ **ভারতের সঞ্চিত তহবিলে (Consolidated Fund of India)** জমা হবে।

৬. **সাময়িক স্থগিতাদেশের সময় বিধিনিষেধ**

- যেসব সংস্থার এফসিআরএ নিবন্ধন সাময়িকভাবে স্থগিত (suspended) থাকবে, তারা সরকারের পূর্বানুমতি ছাড়া তাদের নিজস্ব সম্পদ পরিচালনা বা ব্যবহার করতে পারবে না।
- এটি সংস্থার দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং সাধারণ মানুষের জন্য পরিচালিত **কল্যাণমূলক ও দাতব্য পরিষেবাগুলোকে** মারাত্মকভাবে ব্যাহত করতে পারে।

৭. **প্রয়োগ ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ**

- সংশোধিত বিধান অনুযায়ী, কোনো তদন্ত শুরু করার আগে রাজ্য স্তরের এজেন্সিগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে **কেন্দ্র সরকারের আগাম অনুমোদন** নিতে হবে।
- এটি এফসিআরএ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী করে এবং রাজ্য স্তরের কর্তৃপক্ষগুলোর স্বায়ত্তশাসন হ্রাস করে।

৮. **কর্মকর্তাদের বর্ধিত দায়বদ্ধতা**

- বিলটি কোনো সংস্থার পদাধিকারী এবং প্রধান কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার পরিধি আরও প্রসারিত করেছে।
- আইনি অনুপালন বা নিয়ম মানার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা কিংবা নিয়ম লঙ্ঘনের কথিত অভিযোগের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আরও বেশি **ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও আইনি পরিণতির (personal responsibility and legal consequences)** মুখোমুখি হতে পারেন।

৯. **বিদ্যমান সম্পদ নিষ্পত্তির ধারা বিলোপ**

- বিলটি পূর্ববর্তী আইনের ২২ নম্বর ধারাটি (Section 22) বাতিল করে, যা আগে নিষ্ক্রিয় বা অকার্যকর সংস্থাগুলোর সম্পদ নিষ্পত্তির বিষয়টি পরিচালনা করত।
- এর পরিবর্তে এখন থেকে সম্পদ ব্যবস্থাপনা অধ্যায় III-A এর অধীনে নতুন অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হবে, যা এই ধরনের সম্পদের ওপর **কার্যনির্বাহী বিভাগকে আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ** দেবে।

বিলের প্রভাব

১. সুশীল সমাজ বা নাগরিক সংগঠনগুলোর ওপর

- এনজিওগুলোকে আরও কঠোর আইনি অনুপালনের শর্ত পূরণ করতে হবে এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের **নিয়মিত ও গভীর নজরদারির** (greater scrutiny) মুখোমুখি হতে হবে।
- সাময়িক স্থগিতাদেশ, বাতিলকরণ এবং সম্পদ হাতছাড়া হওয়ার বর্ধিত ঝুঁকি তাদের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাভাবিক কার্যকারিতাকে সংকুচিত করতে পারে।

২. কল্যাণমূলক পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে

- বৈদেশিক অর্থায়নের ওপর নির্ভরশীল শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো **পরিচালনগত অচলাবস্থার** (operational disruptions) সম্মুখীন হতে পারে।
- এর ফলে উপভোক্তারা, বিশেষ করে **অসহায় ও প্রান্তিক সম্প্রদায়গুলো** (vulnerable communities), অপরিহার্য সামাজিক পরিষেবাগুলো থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

৩. সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর

- সংখ্যালঘুদের দ্বারা পরিচালিত স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল এবং দাতব্য ট্রাস্টগুলো নিবন্ধন-সংক্রান্ত জটিলতার কারণে সরকারি হস্তক্ষেপের প্রতি আরও **সংবেদনশীল বা ঝুঁকিপূর্ণ** (vulnerable) হয়ে উঠতে পারে।
- নিবন্ধন নবায়নে বিলম্ব বা বাতিলের সিদ্ধান্তটি এমন সব প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করতে পারে যারা কয়েক দশক ধরে সমাজের সেবা করে আসছে।

৪. দাতা সংস্থার আস্থার ওপর

- বিদেশি দাতা সংস্থা বা ব্যক্তিরা অনুদান দিতে দ্বিধাবোধ করতে পারেন যদি তারা দেখেন যে তাঁদের দেওয়া তহবিল এবং সম্পদ সরকারি নিয়ন্ত্রণের খপ্পরে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।
- দাতা সংস্থার আস্থা কমে গেলে তা উন্নয়নমূলক এবং **মানবিক কার্যকলাপে** (humanitarian activities) বৈদেশিক অর্থায়নের প্রবাহকে হ্রাস করতে পারে।

৫. গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের ওপর

- বর্ধিত নিয়ন্ত্রণমূলক কড়াকড়ি সংগঠনগুলোকে অধিকার রক্ষা বা সমর্থনমূলক প্রচার (advocacy) এবং জনস্বার্থমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে নিরুৎসাহিত করতে পারে।
- এর ফলে তৈরি হওয়া ভীতি বা **স্থবিরতার পরিবেশ** (chilling effect) নাগরিক অংশগ্রহণ এবং গণতান্ত্রিক সম্পৃক্ততাকে দুর্বল করে দিতে পারে।

৬. কর্মসংস্থান এবং অর্থনীতির ওপর

- এনজিও খাতটি, যা দেশে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান ও স্বেচ্ছাসেবার সুযোগ তৈরি করে, তা বড় ধরনের **আর্থিক অস্থিতিশীলতার** (financial instability) মুখে পড়তে পারে।
- এই খাতের কার্যক্রম ও অর্থায়ন সংকুচিত হলে তা গ্রামীণ মানুষের জীবিকা এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

করণীয় পদক্ষেপ

১. **স্বাধীন তদারকি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা**

- নিবন্ধন বাতিল এবং সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য একটি **আধা-বিচারবিভাগীয় সংস্থা** (quasi-judicial body) গঠন করা উচিত।
- একটি স্বাধীন তদারকি ব্যবস্থা কার্যনির্বাহী বিভাগের অতিরিক্ত বিচক্ষণামূলক ক্ষমতা হ্রাস করবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা জোরদার করবে।

২. **সঠিক আইনি প্রক্রিয়ার সুরক্ষাকবচ শক্তিশালী করা**

- যেকোনো শাস্তিমূলক বা প্রতিকূল পদক্ষেপ নেওয়ার আগে সংস্থাকে বাধ্যতামূলকভাবে **শুনানি** (mandatory hearings) এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।
- কার্যপ্রণালীগত ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে কেবল বিচারবিভাগীয় বা স্বাধীন পর্যালোচনার পরেই সম্পদ অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াটি হওয়া উচিত।

৩. **"জনস্বার্থ" শব্দটিকে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা**

- "জনস্বার্থ"-এর মতো অস্পষ্ট শব্দবন্ধগুলোকে আইনের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন।
- সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা স্বেচ্ছাচারী ব্যাখ্যার সুযোগ কমাবে এবং **আইনি নিশ্চয়তা** (legal certainty) প্রদান করবে।

৪. **নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা**

- নিবন্ধন, নবায়ন, স্থগিতাদেশ এবং অনুমোদনের সিদ্ধান্তের জন্য সংবিধিবদ্ধ বা **নির্দিষ্ট সময়সীমা** (statutory deadlines) নির্ধারণ করা উচিত।
- সময়াবদ্ধ কার্যপ্রণালী অনিশ্চয়তা কমাবে এবং প্রশাসনিক বিলম্বের কারণে সংগঠনগুলোর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া রোধ করবে।

৫. **আনুপাতিক শাস্তি বা জরিমানা নীতি গ্রহণ করা**

- সামান্য কার্যপ্রণালীগত বা প্রযুক্তিগত ভুলের জন্য কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার পরিবর্তে সংশোধনীমূলক পদক্ষেপের সুযোগ দেওয়া উচিত।
- শাস্তির মাত্রা সবসময় নিয়ম লঙ্ঘনের প্রকৃতি এবং **গুরুত্বের অনুপাতে** (proportionate) হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৬. **অপরিহার্য সেবাসমূহ রক্ষা করা**

- আইনি বা নিয়ন্ত্রণমূলক প্রক্রিয়া চলাকালীন স্কুল, হাসপাতাল, অনাথ আশ্রম এবং কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত।
- এটি নিশ্চিত করবে যে, কোনো সংস্থার আইনি অনুপালন সংক্রান্ত বিবাদের কারণে যেন **অসহায় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী** (vulnerable communities) কষ্ট না পায়।

৭. **স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা**

- দেশের বৈধ নিরাপত্তা স্বার্থের কথা মাথায় রেখে, সরকার কর্তৃক নিবন্ধন স্থগিত বা বাতিলের সুনির্দিষ্ট কারণগুলো প্রকাশ্যে আনা উচিত।
- বৃহত্তর স্বচ্ছতা পারস্পরিক আস্থা, জবাবদিহিতা এবং সংগঠনগুলোর **আইনি প্রতিকার** (legal remedies) পাওয়ার ক্ষমতাকে উন্নত করবে।

উপসংহার

ভারতের নিয়ন্ত্রণমূলক পরিকাঠামোকে একদিকে জাতীয় নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা এবং অন্যদিকে **সাংবিধানিক স্বাধীনতা ও সুশীল সমাজের স্বায়ত্তশাসনের** মধ্যে একটি সতর্ক ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে; যা নিশ্চিত করবে যে জবাবদিহিতা যেন গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নকে শ্বাসরোধ করার পরিবর্তে আরও শক্তিশালী করে তোলে।

Q. Civil society organisations play a critical role in governance and service delivery. Evaluate how the FCRA (Amendment) Bill, 2026 may affect their functioning. *15 Marks (GS-2, Governance)*

1.1.2. সুপ্রিম কোর্টের সম্মুখে অধ্যাদেশ সংক্রান্ত প্রশ্ন

প্রেক্ষাপট

- সম্প্রতি কেন্দ্র সরকার একটি অধ্যাদেশ (Ordinance) জারির মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদিত বিচারপতির সংখ্যা ৩৪ থেকে বাড়িয়ে ৩৮ জনে উন্নীত করেছে।
- এই অধ্যাদেশের ওপর ভিত্তি করে পাঁচজন নতুন বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছে, যাদের মধ্যে তিনজন এমন পদে আসীন হয়েছেন যা শুধুমাত্র এই অধ্যাদেশের মাধ্যমেই সৃষ্টি করা হয়েছিল।
- এই ঘটনাটি বিচারবিভাগের স্বাধীনতা, পদের স্থায়িত্বের নিরাপত্তা (security of tenure) এবং কার্যনির্বাহী বিভাগের সাথে বিচারবিভাগের সম্পর্ক নিয়ে গভীর উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে।

ভূমিকা

- বিচারবিভাগের স্বাধীনতা সংবিধানের 'বেসিক স্ট্রাকচার' বা মূল কাঠামোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি (Separation of Powers) বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য।
- যদিও সংবিধান অধ্যাদেশকে আইনের সমকক্ষ মর্যাদা ও কার্যকারিতা প্রদানের অনুমতি দেয়, তবুও অধ্যাদেশ-সৃষ্ট পদের বিপরীতে বিচারপতি নিয়োগের এই প্রক্রিয়াটি বিচারবিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন এবং কার্যনির্বাহী বিভাগের প্রভাব থেকে এর দৃশ্যমান দূরত্বের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে।

বিষয়টি কেন বিতর্কিত হয়ে উঠেছে?

এই বিতর্কটি নিযুক্ত বিচারপতিদের যোগ্যতা বা মেধা নিয়ে নয়, বরং যে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই অতিরিক্ত পদগুলো তৈরি করা হয়েছে, তা নিয়ে।

১. অধ্যাদেশ-সৃষ্ট বিচারবিভাগীয় পদ

- রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের (Article 123) অধীনে একটি অধ্যাদেশ জারি করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা ৩৪ থেকে বাড়িয়ে ৩৮ করেছেন।
- নবনিযুক্ত বিচারপতিদের মধ্যে তিনজন এমন পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, যা কেবল এই অধ্যাদেশের কারণেই অস্তিত্ব লাভ করেছে।
- সংসদের বিধিবদ্ধ আইনের (Parliamentary statute) বিপরীতে একটি অধ্যাদেশ প্রকৃতিগতভাবে সাময়িক এবং সংসদ দ্বারা অনুমোদিত না হলে এটি বাতিল বা নিষ্ক্রিয় (lapse) হয়ে যেতে পারে।

২. **সংশ্লিষ্ট সাংবিধানিক অনুচ্ছেদসমূহ**

- **১২৪(১) অনুচ্ছেদ (Article 124(1)):** এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা সংসদ কর্তৃক আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।
- **১২৩ অনুচ্ছেদ (Article 123):** সংসদের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন রাষ্ট্রপতিকে অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতা প্রদান করে।

৩. **মূল কাঠামো তত্ত্ব**

বিচারবিভাগের স্বাধীনতা সংবিধানের মূল কাঠামোর অংশ হিসেবে স্বীকৃত। ফলস্বরূপ, যে কোনো পদক্ষেপ যা প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসনকে ক্ষুণ্ণ করার সম্ভাবনা রাখে, তা স্বভাবতই সাংবিধানিক পর্যালোচনার (Constitutional Scrutiny) আওতায় আসে।

বিচারবিভাগের স্বাধীনতা সংক্রান্ত উদ্বেগসমূহ

১. **পদের স্থায়িত্বের নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ**

- অধ্যাদেশ-সৃষ্ট পদগুলোর স্থায়িত্ব বা ধারাবাহিকতা **সংসদের অনুমোদনের (parliamentary approval)** ওপর নির্ভর করে।
- যদি অধ্যাদেশটি বাতিল বা নিষ্ক্রিয় (lapses) হয়ে যায়, তবে ওই পদগুলোর আইনি বৈধতা বা **সাংবিধানিক মর্যাদা (legal status)** নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়।

২. **প্রাতিষ্ঠানিক ধারণাগত উদ্বেগ**

- যে কার্যনির্বাহী বিভাগ (Executive) এই পদগুলো সৃষ্টি করেছে, তারা ভবিষ্যতেও বিভিন্ন মামলায় এই একই বিচারপতিদের আদালতে **প্রধান পক্ষ (litigant)** হিসেবে উপস্থিত হতে পারে।
- এটি জনসাধারণের মনে এমন একটি নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি করতে পারে যে, বিচারপতিরা এমন পদে আসীন রয়েছেন যা কার্যনির্বাহী বিভাগের **সদিচ্ছা বা অনুগ্রহের (executive goodwill)** ওপর নির্ভরশীল।

৩. **ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সংক্রান্ত উদ্বেগ**

- এর ফলে বিচারবিভাগকে স্থায়ী আইনসভার অনুমোদনের (permanent legislative sanction) পরিবর্তে কার্যনির্বাহী বিভাগের **সাময়িক পদক্ষেপের (temporary executive action)** ওপর নির্ভরশীল বলে মনে হতে পারে।

বিষয়টি কেন পূর্ববর্তী বিচারবিভাগীয় রায়ের পরিপন্থী বলে মনে হচ্ছে?

১. **এনজেএসি (NJAC) রায় (২০১৫)**

সুপ্রিম কোর্ট অ্যাডভোকেটস-অন-রেকর্ড অ্যাসোসিয়েশন বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া (২০১৫) মামলায়:

- সুপ্রিম কোর্ট **জাতীয় বিচারবিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (NJAC)** আইনটি বাতিল করে দেয়।
- আদালত রায়ে জানিয়েছিল যে, বিচারবিভাগের স্বাধীনতার জন্য বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে **বিচারবিভাগের প্রাধান্য (judicial primacy)** অপরিহার্য।
- নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কার্যনির্বাহী বিভাগের **সীমিত প্রভাবকেও (limited executive influence)** বিচারবিভাগের স্বাধীনতার পরিপন্থী ও সমস্যামূলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল।

২. **ডি. সি. ওয়াধওয়া মামলা (১৯৮৬) (D.C. Wadhwa Case)**

- সুপ্রিম কোর্ট বারবার অধ্যাদেশ জারির প্রবণতার তীব্র সমালোচনা করেছিল।

- আদালত অধ্যাদেশের এই পুনঃপ্রবর্তনকে (re-promulgation) **"সংবিধানের সাথে প্রতারণা" (fraud on the Constitution)** বলে আখ্যায়িত করেছিল।

৩. **কৃষ্ণ কুমার সিং মামলা (২০১৭) (Krishna Kumar Singh Case)**

- আদালত রায় দিয়েছিল যে, অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতা কোনোভাবেই আইন প্রণয়নের **বিকল্প আইনি পথ (alternative legislative route)** হতে পারে না।

অধ্যাদেশের পক্ষে যুক্তি

১. **মামলার জট নিরসন:** সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলে তা ক্রমাগত বাড়তে থাকা **মামলার জট (case backlogs)** কমাতে এবং বিচার ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও গতিশীলতা উন্নত করতে সাহায্য করে।

২. **সাংবিধানিক বৈধতা:** সংবিধানের **১২৩ অনুচ্ছেদ (Article 123)** রাষ্ট্রপতিকে অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতা প্রদান করে, যা কার্যকর থাকাকালীন সংসদের আইনের মতোই **সমমর্যাদা ও সমকার্যকারিতা (same force and effect)** ভোগ করে।

৩. **প্রশাসনিক বিলম্ব রোধ:** জরুরি ভিত্তিতে এই নিয়োগগুলো নিশ্চিত করে যে, দীর্ঘমেয়াদী আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার অপেক্ষায় থাকতে গিয়ে বিচারবিভাগের **গুরুত্বপূর্ণ শূন্যপদগুলো (critical judicial vacancies)** যেন অপূর্ণ থেকে না যায়।

৪. **বিচারবিভাগীয় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা:** এই অতিরিক্ত পদগুলো সুপ্রিম কোর্টের ক্রমবর্ধমান কার্যভার (workload) এবং সাংবিধানিক ও **জনস্বার্থ মামলার (public interest litigation)** ক্রমবর্ধমান জটিলতা মোকাবিলায় সাড়া দেয়।

৫. **বাস্তবসম্মত প্রাতিষ্ঠানিক হিসাব-নিকাশ:** সুপ্রিম কোর্ট কোলেজিয়াম (Collegium) সম্ভবত এটি ধরে নিয়েছিল যে, সংসদ শীঘ্রই আইনের মাধ্যমে এই অধ্যাদেশটিকে **নিয়মিত বা স্থায়ী (regularise)** রূপ দেবে এবং আসন্ন অবসরগ্রহণের (retirements) ফলে শূন্য হওয়া পদগুলো এই অধ্যাদেশ-সৃষ্ট পদের বিপরীতে নিযুক্ত বিচারপতিদের দ্বারা পূরণ হয়ে যাবে; যার ফলে দীর্ঘমেয়াদী কোনো **আইনি অনিশ্চয়তা (legal uncertainty)** তৈরি হবে না।

করণীয় পদক্ষেপ

১. **একটি স্থায়ী আইনি কাঠামো প্রণয়ন করা:** বর্ধিত বিচারবিভাগীয় পদের সংখ্যাকে একটি স্থিতিশীল আইনি ভিত্তি প্রদানের লক্ষ্যে সংসদের উচিত অবিলম্বে অধ্যাদেশটিকে একটি নিয়মিত আইনে রূপান্তরিত করা। এটি অধ্যাদেশ-সৃষ্ট পদের বিপরীতে নিযুক্ত বিচারপতিদের পদমর্যাদা সংক্রান্ত আইনি অনিশ্চয়তা দূর করবে।

২. **নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিচারবিভাগের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করা:** প্রাতিষ্ঠানিক নির্ভরশীলতার যেকোনো রূপ আভাস বা ধারণা এড়াতে বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়াকে কার্যনির্বাহী বিভাগের সাময়িক পদক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে হবে। এটি বিচারবিভাগের স্বায়ত্তশাসনের প্রতি জনমানসে আস্থা আরও সুদৃঢ় করবে।

৩. **স্বচ্ছতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করা:** বিচারক নিয়োগ এবং আদালত প্রশাসন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলোতে বৃহত্তর স্বচ্ছতা বজায় রাখলে তা প্রাতিষ্ঠানিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে পারে। সুস্পষ্ট এবং পূর্বানুমানযোগ্য (predictable) কার্যপ্রণালী বিচার ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাসকে পুনরুজ্জীবিত করতেও সাহায্য করে।

৪. **দীর্ঘমেয়াদী বিচারবিভাগীয় মানবসম্পদ নীতি গড়ে তোলা:** ভারতের বিচার ব্যবস্থার সকল স্তরে কাজের চাপ, শূন্যপদ এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তার একটি ব্যাপক ও সুসংহত মূল্যায়ন প্রয়োজন। এই ধরনের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা কোনো রকম সাময়িক বা তদ্বিরমূলক (ad hoc) পদক্ষেপ ছাড়াই সময়মতো বিচারবিভাগীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে।

৫. **সাংবিধানিক নীতির সাথে বিচারবিভাগীয় দক্ষতার ভারসাম্য রক্ষা করা:** মামলার জট কমানো এবং বিচারবিভাগীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির যেকোনো প্রচেষ্টা যেন অবশ্যই বিচারবিভাগের স্বাধীনতা, ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ এবং পদের স্থায়িত্বের নিরাপত্তার (security of tenure) সাথে সংগতিপূর্ণ হয়। প্রশাসনিক দক্ষতা সাংবিধানিক সুরক্ষাকবচগুলোকে ক্ষুণ্ণ না করে, বরং তার পরিপূরক হওয়া উচিত।

উপসংহার

এই বিতর্কটি নিযুক্ত বিচারপতিদের যোগ্যতা বা দক্ষতা নিয়ে নয়, বরং তাঁদের নিয়োগের নেপথ্যে থাকা সাংবিধানিক নীতিগুলো নিয়ে। বিচারবিভাগের স্বাধীনতার জন্য কেবল কার্যনির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকাই যথেষ্ট নয়, বরং বাহ্যিক বা দৃশ্যমানভাবেও সেই স্বাধীনতার প্রতিফলন ঘটা আবশ্যক। আগামী দিনে, প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন এবং বিচারব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা—উভয়কেই অক্ষুণ্ণ রেখে সাংবিধানিকভাবে স্থিতিশীল ও স্থায়ী প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বিচারবিভাগীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্য পূরণ করতে হবে।

Q. Judicial independence is not merely about freedom from executive interference but also about maintaining the appearance of institutional autonomy. Examine in the context of the recent debate over Supreme Court judges appointed against Ordinance-created posts. 15 Marks (GS-2, Polity)

1.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

1.2.1. ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক: আস্থার সংকট নিরসন

প্রেক্ষাপট

- বাংলাদেশে তারেক রহমান সরকার গঠনের পর যে রাজনৈতিক রূপান্তর ঘটেছে, তা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনুরূপ কোনো ইতিবাচক পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয়নি।
- বাণিজ্য, পরিযান (migration), জলবণ্টন এবং পরিবর্তনশীল regional ভূ-রাজনীতি নিয়ে ক্রমাগত তৈরি হওয়া মতপার্থক্য দুই দেশের পারস্পরিক আস্থা ও কৌশলগত সহযোগিতাকে নিয়ত পরীক্ষার মুখে ফেলছে।

ভূমিকা

- ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গভীর ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত সম্পর্ক বিদ্যমান। ভৌগোলিক অবস্থান এবং অসংখ্য আন্তঃসীমান্ত নদীর দ্বারা সংযুক্ত নিকটতম প্রতিবেশী হিসেবে, আঞ্চলিক শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য একটি স্থিতিশীল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক অত্যন্ত অপরিহার্য।
- তবে, ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলো কিছু নতুন অনিশ্চয়তার জন্ম দিয়েছে; যা পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং কূটনৈতিক টানাপোড়েনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- বর্তমান পর্যায়টি দুই দেশের পক্ষ থেকেই বাস্তবসম্মত সম্পৃক্ততা (pragmatic engagement) এবং আস্থা-বর্ধক পদক্ষেপের (confidence-building measures) প্রয়োজনীয়তাকে পুনর্ব্যক্ত করে।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ঐতিহাসিক বিবর্তন

১. যৌথ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার

- অবিভক্ত বাংলার ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গভীর সভ্যতাগত, ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক যোগসূত্র রয়েছে।
- ১৯৫২ সালের 'বাংলা ভাষা আন্দোলন' ছিল বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ এবং আত্মপরিচয়ের অন্যতম মূল ভিত্তি।

২. মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের জন্ম (১৯৭১)

- ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে 'মুক্তিযোদ্ধাদের' (মুক্তি বাহিনী) সমর্থন দিয়ে, লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে এবং সামরিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।
- এটি একটি বিশেষ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করেছিল, যা প্রায়শই "মুক্তি অংশীদারিত্ব" (Liberation Partnership) হিসেবে অভিহিত হয়।

৩. ১৯৭৫ পরবর্তী সম্পর্কের ওঠানামা

- শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর, সামরিক শাসন, সীমান্ত সমস্যা, পরিযান সংক্রান্ত উদ্বেগ এবং জলবণ্টন বিবাদের কারণে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে আস্থার সংকট দেখা দেয়।
- এই সময়ে বাংলাদেশ ভারতের বাইরে গিয়ে তার বৈদেশিক সম্পর্কের বৈচিত্র্যকরণেরও চেষ্টা করেছিল।

৪. বিএনপি এবং শেখ হাসিনা সরকারের আমলের ভিন্ন ভিন্ন গতিপথ

- বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে (২০০১-০৬), নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উগ্রপন্থী সমস্যা এবং বাংলাদেশের ওপর ক্রমবর্ধমান চীনা প্রভাবের কারণে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বেশ টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে যায়।
- শেখ হাসিনা সরকারের আমলে (২০০৯-২৪), দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক একটি "স্বর্ণালী অধ্যায়ে" (Golden Chapter) প্রবেশ করে; যা বর্ধিত নিরাপত্তা সহযোগিতা, স্থল সীমান্ত চুক্তি বা এলবিএ (২০১৫), উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যের দ্বারা চিহ্নিত ছিল।

৫. কৌশলগত পুনর্বিন্যাসের বর্তমান পর্যায় (২০২৪-বর্তমান)

- ২০২৪ সালের অভ্যুত্থান-পরবর্তী রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলো পরিযান, বাণিজ্য, জলবণ্টন এবং ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে একটি আস্থার সংকট তৈরি করেছে।
- এই挑戰গুলো সত্ত্বেও, উভয় দেশই কৌশলগতভাবে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল, যা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির জন্য দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাকে অপরিহার্য করে তোলে।

সুদৃঢ় ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের তাৎপর্য

১. কৌশলগত এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুত্ব

- পূর্ব দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ হলো ভারতের বৃহত্তম প্রতিবেশী, যার সাথে ভারতের ৪,০০০ কিলোমিটারের বেশি দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে।
- সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থা, অবৈধ পরিযান এবং আন্তঃসীমান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তার সাথে সরাসরি জড়িত।

২. আঞ্চলিক সংযোগ এবং একীকরণ

- বাংলাদেশ ভারতের মূল ভূখণ্ডের সাথে তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোকে সংযুক্ত করার প্রধান প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে।
- এটি ভারতের বেশ কিছু আঞ্চলিক উদ্যোগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেমন:
  - BBIN (বাংলাদেশ-ভুটান-ভারত-নেপাল) করিডোর
  - অ্যাক্ট ইস্ট (Act East) নীতি

- বঙ্গোপসাগরীয় আঞ্চলিক সংযোগ প্রকল্পসমূহ (Bay of Bengal regional connectivity projects)

৩. অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সুবিধাসমূহ

- দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ হলো ভারতের অন্যতম বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার।
- দুই দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি বাণিজ্য, বিনিয়োগ, লজিস্টিকস এবং সামগ্রিক সরবরাহ শৃঙ্খল একীকরণকে (supply chain integration) বহুলাংশে বাড়িয়ে তুলতে পারে।

৪. জলসম্পদ এবং পরিবেশগত সহযোগিতা

- দুই দেশ যৌথভাবে ৫৪টি আন্তঃসীমান্ত নদী শেয়ার করে।
- টেকসই উন্নয়নের জন্য জলবণ্টন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু সহনশীলতা তৈরিতে যৌথ সহযোগিতা অত্যন্ত আবশ্যক।

৫. ভূ-রাজনৈতিক তাৎপর্য

- সুদৃঢ় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে কৌশলগত ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।
- এটি বহিরাগত শক্তি, বিশেষ করে চীনের ওপর বাংলাদেশের অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা তৈরি হওয়া রোধ করে।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ

১. বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা

- দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার হিসেবে বহাল রয়েছে।
- ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৪.০১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে ভারতের রপ্তানি ছিল ১২.০৫ বিলিয়ন ডলার এবং বাংলাদেশের রপ্তানি ছিল ১.৯৭ বিলিয়ন ডলার।
- ভারতীয় পণ্য রপ্তানির জন্য এই উপমহাদেশে বাংলাদেশই বৃহত্তম গন্তব্য।

২. উন্নয়ন অংশীদারিত্ব

- ভারত বাংলাদেশকে 'লাইনস অফ ক্রেডিট' (LoCs)-এর মাধ্যমে ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি আর্থিক সহায়তা দিয়েছে, যা ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে বৃহত্তম উন্নয়ন অংশীদারিত্ব কর্মসূচি।
- এই তহবিলগুলো মূলত রেলপথ, সড়কপথ, বন্দর, জ্বালানি এবং যোগাযোগ পরিকাঠামো নির্মাণে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩. জ্বালানি সহযোগিতা

- বাংলাদেশের বর্তমানে ভারত থেকে প্রায় ২,৫৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করার সক্ষমতা রয়েছে।
- ২০২৫ সালে বাংলাদেশের মোট বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রায় ১৭% এসেছে ভারত থেকে, যা দুই দেশের মধ্যে গভীর জ্বালানি আন্তঃনির্ভরশীলতাকে স্পষ্ট করে।
- ২০২৫ সাল জুড়ে ভারত প্রতিদিন প্রায় ২.৪ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ বাংলাদেশে রপ্তানি করেছে।
- সাময়িক কূটনৈতিক উত্তেজনা সত্ত্বেও আন্তঃসীমান্ত এই বিদ্যুৎ বাণিজ্য অব্যাহত রয়েছে, যা জ্বালানি সহযোগিতার কৌশলগত গুরুত্বকে প্রমাণ করে।

৪. যোগাযোগ ক্ষেত্রে সহযোগিতা

প্রধান প্রধান যোগাযোগ উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- আখাউড়া-আগরতলা রেল সংযোগ।

- পণ্য পরিবহনের জন্য ভারতের দ্বারা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম এবং মোংলা বন্দর ব্যবহার।
- হলদিবাড়ি-চিলাহাটি এবং পেট্রাপোল-বেনাপোল রেল রুটের পুনরুদ্ধার।
- 'ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট অ্যান্ড ট্রেড' (PIWTT) প্রোটোকলের অধীনে অভ্যন্তরীণ জলপথের সম্প্রসারণ।
- ফেনী নদীর ওপর নির্মিত 'মৈত্রী সেতু'।

৫. আঞ্চলিক জ্বালানি সংযোগ

- ২০২৫ সালের জুন মাসে, নেপাল ভারতের বিদ্যুৎ সঞ্চালন গ্রিড (transmission grid) ব্যবহার করে বাংলাদেশে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রপ্তানি শুরু করে। এই ঘটনাটি দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতিগুলোকে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে ভারতের একটি আঞ্চলিক 'এনার্জি হাব' বা জ্বালানি কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের বিষয়টি প্রমাণ করে।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর আস্থার সংকট

- বাংলাদেশের নতুন সরকারের প্রতি ভারতের সাড়া বা পদক্ষেপকে অপর্যাপ্ত বলে মনে করছে ঢাকা।
- ভিসা ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা এবং বাণিজ্য সহজীকরণের মতো প্রত্যাশিত সদিচ্ছামূলক পদক্ষেপগুলো এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

২. অবৈধ অনুপ্রবেশের ইস্যু

- ভারতের রাজনৈতিক আলোচনাগুলোতে অবৈধ অনুপ্রবেশের ঘনঘন উল্লেখ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কূটনৈতিক সংবেদনশীলতা তৈরি করে।
- ঢাকা এই ধরনের বক্তব্য বা অলঙ্কারকে (rhetorical statements) পারস্পরিক আস্থা এবং জনমানসে ইতিবাচক ধারণার জন্য ক্ষতিকারক বলে মনে করে।

৩. গঙ্গা জলচুক্তি নবায়নে বিলম্ব

- ১৯৯৬ সালের গঙ্গা জলচুক্তির মেয়াদ ২০২৬ সালের ডিসেম্বরে শেষ হতে চলেছে।
- এই চুক্তি নবায়নে বিলম্বিত আলোচনা বাংলাদেশের জলনিরাপত্তা এবং কৃষির টেকসই উন্নয়ন নিয়ে গভীর উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে।

৪. ক্রমবর্ধমান চীনা প্রভাব

- ভারতের সাথে সম্পর্কে স্থবিরতার কারণে বাংলাদেশ চীনের সাথে আরও গভীরতর সম্পর্কের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে।
- বাংলাদেশে চীনের ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ এবং কৌশলগত উপস্থিতি এই অঞ্চলে ভারতের নিজস্ব স্বার্থকে প্রভাবিত করতে পারে।

৫. বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা

- জ্বালানি সংকটের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক চাপ।
- রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাবসহ জনস্বাস্থ্যের বিভিন্ন উদ্বেগ।
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ এবং তীব্র রাজনৈতিক মেরুকরণ।
- এই ধরনের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার প্রক্রিয়াকে জটিল করে তুলতে পারে।

৬. বাণিজ্য ও যাতায়াত সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রগতির অভাব

- বাজারে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে নানাবিধ বিধিনিষেধ এবং সীমিত ভিসা পরিষেবা—ব্যবসা-বাণিজ্য, পর্যটন এবং সাধারণ মানুষের পারস্পরিক মেলবন্ধনে (people-to-people exchanges) নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

করণীয় পদক্ষেপ

১. পারস্পরিক আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধার করা

- উচ্চ-পর্যায়ের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা এবং কূটনৈতিক সংলাপ বৃদ্ধি করতে হবে।
- এমন কোনো বক্তব্য বা মন্তব্য এড়িয়ে চলা উচিত যা উভয় পক্ষের কাছেই নেতিবাচক বা বৈরী বলে মনে হতে পারে।

২. গঙ্গা জলচুক্তি নবায়ন প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করা

- চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার অনেক আগেই সুবিন্যস্ত ও কাঠামোগত আলোচনা শুরু করা প্রয়োজন।
- অববাহিকা-ভিত্তিক (basin-wide) এবং বিজ্ঞান-সম্মত জলবণ্টন ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করতে হবে।

৩. অর্থনৈতিক সহযোগিতা সুদৃঢ় করা

- বাণিজ্য সহজীকরণ সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলো পুনরায় সচল করা এবং বাজারে পণ্যের প্রবেশাধিকার উন্নত করা।
- বিনিয়োগ এবং দ্বিপাক্ষিক সংযোগ (connectivity) প্রকল্পগুলোর সম্প্রসারণ ঘটানো।

৪. জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি

- ব্যবসায়িক এবং চিকিৎসা ভিসাসহ সমস্ত ধরনের ভিসা পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে পুনর্বহাল করা।
- শিক্ষামূলক, সাংস্কৃতিক এবং পর্যটন সংক্রান্ত আদান-প্রদানকে উৎসাহিত করা।

৫. আঞ্চলিক সংযোগ গভীরতর করা

- BBIN (বাংলাদেশ-ভুটান-ভারত-নেপাল) এবং মাল্টিমোডাল বা বহুমুখী পরিবহন উদ্যোগগুলোকে ত্বরান্বিত করা।
- জ্বালানি, ডিজিটাল এবং লজিস্টিকস ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা উন্নত করা।

৬. বাস্তবসম্মত প্রতিবেশী নীতি গ্রহণ করা

- এটি অনুধাবন করা জরুরি যে, একটি স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ ভারতের দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত স্বার্থের জন্য অনুকূল।
- সাময়িক রাজনৈতিক মতপার্থক্যকে প্রাধান্য না দিয়ে যৌথ উন্নয়নমূলক লক্ষ্যগুলোর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত।

উপসংহার

দক্ষিণ এশিয়া যখন দ্রুত ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তখন ভারত ও বাংলাদেশের সামনে তাদের সম্পর্ককে সাধারণ ভৌগোলিক নৈকট্য থেকে একটি গভীর 'কৌশগত অংশীদারিত্বে' (strategic partnership) রূপান্তর করার সুযোগ রয়েছে। নতুন করে তৈরি হওয়া পারস্পরিক আস্থা এবং গভীরতর দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা উভয় দেশকে বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে আঞ্চলিক সংযোগ, নিরাপত্তা এবং যৌথ সমৃদ্ধির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তিতে পরিণত করতে পারে।

Q. The future of India's Neighbourhood First Policy will be significantly influenced by the trajectory of India-Bangladesh relations. Critically examine. 15 Marks

1.3. সামাজিক ন্যায়বিচার

1.3.1. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (PwDs) জন্য সমআচরণ

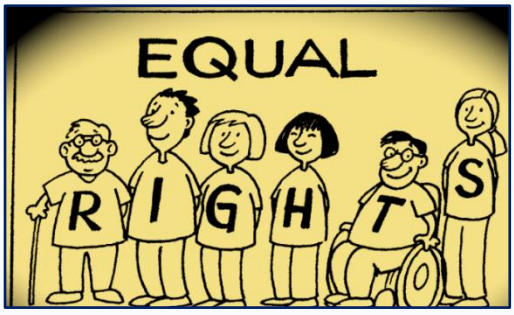

প্রেক্ষাপট

- ভারত ডিবিটি (DBT - প্রত্যক্ষ লভ্যাংশ হস্তান্তর), ইউপিআই (UPI) এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগের মাধ্যমে কল্যাণমূলক পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে। তা সত্ত্বেও, **প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা (PwDs)** এখনও অপর্যাপ্ত এবং অসম সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তার সম্মুখীন হচ্ছেন।
- রাজ্যভেদে প্রতিবন্ধী পেনশনের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হয়, যা কল্যাণমূলক অধিকারের ক্ষেত্রে **গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক বৈষম্য** তৈরি করছে।

ভূমিকা

- **প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইন, ২০১৬ (RPwD Act, 2016)** এবং সংবিধানের **৪১ নম্বর অনুচ্ছেদ (Article 41)** প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বকে স্বীকৃতি দেয়।
- সমগ্র ভারত জুড়ে সামাজিক নিরাপত্তার একটি ন্যূনতম স্তর নিশ্চিত করার জন্য একটি **ন্যূনতম সার্বজনীন প্রতিবন্ধী পেনশন ফ্লোর রেট (MUDPFR)** গঠন করা প্রয়োজন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (PwDs) জন্য সার্বজনীন প্রতিবন্ধী পেনশনের গুরুত্ব

১. **সামাজিক নিরাপত্তা এবং মর্যাদা নিশ্চিতকরণ**

- এটি একটি **ন্যূনতম আয় নিশ্চয়তা (minimum income guarantee)** প্রদান করে, যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে এবং মর্যাদার সাথে বাঁচতে সক্ষম করে।
- এটি প্রতিবন্ধী সহায়তাকে এককালীন দয়া বা কল্যাণ-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি (welfare-based approach) থেকে **অধিকার-ভিত্তিক অধিকারে (rights-based entitlement)** রূপান্তর করে।

২. **ক্রমবর্ধমান প্রতিবন্ধকতার বোঝা মোকাবিলা**

- বার্ধক্য, দীর্ঘ গড় আয়ু এবং রোগের ধরণ পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট **ক্রমবর্ধমান প্রতিবন্ধী জনসংখ্যাকে** এটি সহায়তা প্রদান করে।
- এটি একটি সংবেদনশীল এবং সম্প্রসারণশীল জনমিতিক গোষ্ঠীর (demographic group) জন্য একটি **দৃঢ় সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা** তৈরি করে।

৩. **সমতা প্রবর্ধন এবং আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস**

- বাসস্থানের রাজ্য নির্বিশেষে সকলের জন্য **অভিন্ন ন্যূনতম সহায়তা** নিশ্চিত করে।
- এটি **"পোস্টকোড লটারি"** (লটারি ভাগ্যের মতো অসম বণ্টন)-র অবসান ঘটায়, যেখানে রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি এবং নীতিগত অগ্রাধিকারের ওপর ভিত্তি করে সুযোগ-সুবিধা পরিবর্তিত হয়।

৪. **সাংবিধানিক এবং আইনি বাধ্যবাধকতা পূরণ**

- এটি সংবিধানের ৪১ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং **সমতা, মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়ের** নীতিগুলোকে কার্যকর করে।
- এটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইন, ২০১৬-এর অধীনে প্রদত্ত **সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারান্টিগুলোকে** বাস্তবে রূপদান করে।

৫. **অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি**

- এটি পারিবারিক স্থিতিশীলতা, **ভোগ ক্ষমতা** (consumption capacity) এবং শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ বাড়ায়।
- এটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরনির্ভরশীলতা থেকে বের করে এনে আরও বেশি **অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি ও উৎপাদনশীলতার** দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম করে।

৬. **ইতিবাচক অর্থনৈতিক ফলাফল সৃষ্টি**

- বর্ধিত ব্যয় এবং স্থানীয় চাহিদা সৃষ্টির মাধ্যমে এটি একটি **অর্থনৈতিক উদ্দীপক** (economic stimulus) হিসেবে কাজ করে।
- শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাদ দেওয়ার কারণে উদ্ভূত **জিডিপি** (GDP) **লোকসান হ্রাস** করতে সাহায্য করে।

৭. **উচ্চ সামাজিক রিটার্ন বা সুফল প্রদান**

- প্রতিবন্ধী পেনশনের **আর্থ-সামাজিক সুফলসমূহ** এর আর্থিক বা রাজকোষীয় খরচের (fiscal costs) চেয়ে অনেক বেশি।
- এটি **মানব পুঁজি উন্নয়নকে** (human capital development) শক্তিশালী করে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে।

৮. **অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ**

- এটি নিশ্চিত করে যে ভারতের কল্যাণমূলক কাঠামোর সুফল যেন সমাজের অন্যতম **সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত অংশের** কাছে পৌঁছায়।
- এটি **'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'** এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক **'বিকশিত ভারত'**-এর রূপকল্পে অবদান রাখে।

৯. **ভারতের আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিসমূহ সুদৃঢ়করণ**

- এটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের কনভেনশন (UNCRPD), টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs), এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) সামাজিক সুরক্ষা মানদণ্ডের অধীনে ভারতের বাধ্যবাধকতাগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যায়।
- বিশ্বমঞ্চে ভারতের **অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অধিকার-ভিত্তিক উন্নয়নের** প্রতি প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে।

প্রস্তাবনা: ন্যূনতম সার্বজনীন প্রতিবন্ধী পেনশন ফ্লোর রেট (MUDPFR)

১. **জাতীয় ন্যূনতম পেনশন গ্যারান্টি**

- প্রত্যেক যোগ্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তির (PwD) তাঁদের বসবাসের রাজ্য নির্বিশেষে একটি **নিশ্চিত ন্যূনতম পেনশন** (guaranteed minimum pension) পাওয়া উচিত।
- এটি একটি মৌলিক আয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং কল্যাণমূলক সহায়তার ক্ষেত্রে **আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস** করবে।

২. **নমনীয়তার সাথে অভিন্নতা**

- দেশজুড়ে একটি নির্ধারিত পেনশন ফ্লোর বা সর্বনিম্ন স্তর নির্ধারণ করলে তা সারা দেশে **অভিন্ন ন্যূনতম মানদণ্ড** (uniform minimum standards) প্রতিষ্ঠা করবে।
- এর পাশাপাশি, রাজ্যগুলোর নিজস্ব প্রয়োজন এবং সম্পদের ওপর ভিত্তি করে অতিরিক্ত **টপ-আপ সুবিধা** (top-up benefits) প্রদান করার নমনীয়তা বা স্বাধীনতা থাকবে।

৩. **অধিকার-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি**

- প্রতিবন্ধী পেনশনকে কোনো দয়া বা বিবেচনামূলক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা (discretionary welfare measure) হিসেবে না দেখে, একটি **আইনি এবং সাংবিধানিক অধিকার (legal and constitutional entitlement)** হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।
- এটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মর্যাদা, সমতা এবং নাগরিক অধিকারকে পুনরুজ্জীবিত করবে এবং দান-ভিত্তিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীলতা কমাবে।

৪. **সমগ্র ভারত জুড়ে পোর্টেবিলিটি বা স্থানান্তরযোগ্যতা (Portability Across India)**

- কর্মসংস্থান, শিক্ষা বা পারিবারিক কারণে সুবিধাভোগীরা স্থানান্তরিত (migrate) হলেও যেন পেনশন সুবিধাগুলো বজায় থাকে।
- দেশব্যাপী এই **পোর্টেবিলিটি বা স্থানান্তরযোগ্যতা** শ্রমের গতিশীলতাকে (labour mobility) উৎসাহিত করবে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তা নিশ্চিত করবে।

প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

১. **জাতীয় প্রতিবন্ধী পেনশন কর্তৃপক্ষ (NDPA) গঠন**

- প্রতিবন্ধী পেনশন প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন, সমন্বয় এবং পর্যবেক্ষণের জন্য একটি ডেডিকেটেড বা **স্বতন্ত্র জাতীয় কর্তৃপক্ষ** প্রতিষ্ঠা করা উচিত।
- এটি অভিন্ন মানদণ্ড নিশ্চিত করবে, **জবাবদিহিতা বৃদ্ধি** করবে এবং বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে প্রশাসনিক খণ্ডবিখণ্ডতা হ্রাস করবে।

২. **জাতীয় প্রতিবন্ধী রেজিস্ট্রি**

- যোগ্য সুবিধাভোগীদের সঠিকভাবে সনাক্ত এবং ট্র্যাক করার জন্য একটি **ব্যাপক জাতীয় ডাটাবেস** তৈরি করা উচিত।
- এটি বাদ পড়ে যাওয়া (exclusion) এবং দ্বৈততার (duplication) ভুলগুলোকে সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে আনবে এবং দক্ষতার সাথে সুবিধা ও পরিষেবা প্রদান নিশ্চিত করবে।

৩. **ডিজিটাল একীকরণ**

- বিদ্যমান ডিজিটাল অবকাঠামো যেমন—ডিবিটি (DBT), আধার এবং ইউপিআই (UPI)-কে প্রতিবন্ধী কল্যাণ কর্মসূচিগুলোর সাথে **সংযোজিত বা একীভূত** করা উচিত।
- এটি সুবিধাভোগীদের কাছে সময়মতো, স্বচ্ছ এবং **প্রত্যক্ষ লভ্যাংশ হস্তান্তর (direct transfer)** সহজতর করবে।

৪. **সুদৃঢ় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা**

- সুবিধাভোগীদের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য সহজলভ্য, স্বচ্ছ এবং **সময়াবদ্ধ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা** গড়ে তোলা উচিত।
- কার্যকর প্রতিকার ব্যবস্থা কল্যাণমূলক পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আস্থা, জবাবদিহিতা এবং **সাড়াদানের ক্ষমতা (responsiveness)** বৃদ্ধি করবে।

৫. **রাজ্যগুলোর কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ**

- রাজ্যজুড়ে বাস্তবায়নের ফলাফল মূল্যায়ন করার জন্য একটি **অভিন্ন পর্যবেক্ষণ কাঠামো** গ্রহণ করা উচিত।
- নিয়মিত মূল্যায়ন জবাবদিহিতা বাড়াবে, **সর্বোত্তম অনুশীলনগুলোকে (best practices)** উৎসাহিত করবে এবং দেশব্যাপী অভিন্ন পরিষেবা নিশ্চিত করবে।

MUDPFR বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ

১. রাজস্ব বা রাজকোষীয় উদ্বেগ

- দেশব্যাপী প্রতিবন্ধী পেনশন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিশাল এবং **ধারাবাহিক আর্থিক প্রতিশ্রুতি** প্রয়োজন।
- অন্যান্য কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে **দীর্ঘমেয়াদী রাজস্ব স্থায়িত্ব** নিশ্চিত করা একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ।

২. সনাক্তকরণ সংক্রান্ত সমস্যা (Identification Issues)

- প্রতিবন্ধকতার সঠিক মূল্যায়ন এবং সার্টিফিকেশন বা **শংসাপত্র প্রদানের প্রক্রিয়াটি** এখনও প্রশাসনিক ও পদ্ধতিগত জটিলতার সম্মুখীন।
- প্রতিবন্ধকতা মূল্যায়নের মানদণ্ডের পার্থক্যের কারণে যোগ্য সুবিধাভোগী সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে **ত্রুটি বা ভুল** (errors in identifying) হতে পারে।

৩. প্রশাসনিক সমন্বয়

- প্রতিবন্ধী কল্যাণ বর্তমানে একাধিক মন্ত্রণালয় এবং দপ্তরের দ্বারা পরিচালিত হয়, যার ফলে এর বাস্তবায়ন **খণ্ডবিখণ্ড** হয়ে পড়ে।
- সমন্বয়ের অভাবের কারণে পরিষেবা প্রদানে দ্বৈততা, বিলম্ব এবং **অদক্ষতা** (inefficiencies) দেখা দিতে পারে।

৪. অন্তর্ভুক্তকরণে ত্রুটি

- জটিল প্রক্রিয়া, নথিপত্রের কঠোর প্রয়োজনীয়তা এবং **সীমিত সচেতনতার** কারণে প্রকৃত যোগ্য সুবিধাভোগীরা সহায়তা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।
- প্রত্যন্ত এবং সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলের **অসহায় ও সংবেদনশীল গোষ্ঠীগুলো** এই ধরনের বাদ পড়ে যাওয়ার ঝুঁকির প্রতি বেশি প্রবণ।

৫. কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়

- সফল বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন, প্রশাসন এবং পর্যবেক্ষণের দায়িত্বের বিষয়ে **কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোর মধ্যে স্পষ্ট চুক্তি** প্রয়োজন।
- রাজ্যগুলোর মধ্যে আর্থিক সক্ষমতা (fiscal capacity) এবং নীতিগত অগ্রাধিকারের পার্থক্য একটি অভিন্ন জাতীয় কাঠামো তৈরিতে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।

প্রতিবন্ধী পেনশন ব্যবস্থায় বৈশ্বিক সর্বোত্তম অনুশীলন

১. দক্ষিণ আফ্রিকা

- দক্ষিণ আফ্রিকা দেশজুড়ে **অভিন্ন যোগ্যতার মানদণ্ড** (uniform eligibility criteria) সহ একটি জাতীয়ভাবে পরিচালিত প্রতিবন্ধী অনুদান (disability grant) প্রদান করে।
- এটি অঞ্চলের ঊর্ধ্বে উঠে আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে **ন্যায়সঙ্গত প্রবেশাধিকার** (equitable access) নিশ্চিত করে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তিতে (social inclusion) উৎসাহিত করে।

২. **ব্রাজিল**

- ব্রাজিল 'বেনেফিসিও ডে প্রেস্তাসাও কন্টিনিউয়াদা' (BPC) পরিচালনা করে, যা যোগ্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং প্রবীণ নাগরিকদের একটি **ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা (minimum income guarantee)** দেয়।
- এই প্রকল্পটি দারিদ্র্য ও সংবেদনশীলতা হ্রাসের লক্ষ্যে একটি **অধিকার-ভিত্তিক সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি** (rights-based social assistance programme) হিসেবে কাজ করে।

৩. **অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড**

- উভয় দেশই বৃহত্তর সামাজিক নিরাপত্তা এবং কল্যাণমূলক কাঠামোর সাথে সংহত বা একীভূত **দেশব্যাপী প্রতিবন্ধী পেনশন ব্যবস্থা (nationwide disability pension systems)** বজায় রেখেছে।
- সামগ্রিক কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য এই ব্যবস্থাগুলো আয় সহায়তার (income support) সাথে স্বাস্থ্যসেবা, **কর্মসংস্থান সহায়তা (employment assistance)** এবং পুনর্বাসন পরিষেবাকে (rehabilitation services) যুক্ত করেছে।

৪. **উদীয়মান অর্থনীতিসমূহ**

- কেনিয়া, রুয়ান্ডা, থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলো সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও **জাতীয় প্রতিবন্ধী আয় সহায়তা কর্মসূচি** প্রতিষ্ঠা করেছে।
- তাঁদের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, দৃঢ় নীতিগত প্রতিশ্রুতি এবং **লক্ষ্যভিত্তিক কল্যাণমূলক হস্তক্ষেপের** (targeted welfare interventions) মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোও সফলভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে পারে।

উত্তরণের উপায়

১. **একটি জাতীয় ন্যূনতম পেনশন ফ্লোর (সর্বনিম্ন স্তর) প্রতিষ্ঠা করা**

- সমস্ত যোগ্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তির (PwD) জন্য তাঁদের বসবাসের রাজ্য নির্বিশেষে একটি **অভিন্ন ন্যূনতম প্রতিবন্ধী পেনশন** নিশ্চিত করা উচিত।
- এটি আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করবে এবং সারা দেশে একটি **মৌলিক স্তরের আয় নিরাপত্তা** নিশ্চিত করবে।

২. **একটি জাতীয় প্রতিবন্ধী পেনশন কর্তৃপক্ষ গঠন**

- প্রতিবন্ধী পেনশন কর্মসূচিগুলোর নীতি বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং সমন্বয়ের জন্য একটি **স্বতন্ত্র জাতীয় কর্তৃপক্ষ** গঠন করা উচিত।
- এটি **জবাবদিহিতা বৃদ্ধি** করবে, প্রশাসনকে সুবিন্যস্ত (streamline) করবে এবং দেশব্যাপী অভিন্ন মানদণ্ড নিশ্চিত করবে।

৩. **ডিজিটাল বিতরণ ব্যবস্থার সুদৃঢ়করণ**

- নির্বিঘ্নে পেনশন বিতরণের জন্য ডিবিটি (DBT), আধার (Aadhaar) এবং ইউপিআই (UPI)-এর মতো বিদ্যমান ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর **কার্যকর ব্যবহার বা লিভারেজ (leveraged)** করা উচিত।
- ডিজিটাল একীকরণ স্বচ্ছতা বাড়াবে, **রাজস্বের অপচয় বা লিকেজ হ্রাস (reduce leakages)** করবে এবং সময়মতো লভ্যাংশ স্থানান্তর নিশ্চিত করবে।

৪. **একটি অধিকার-ভিত্তিক কাঠামো গ্রহণ**

- প্রতিবন্ধী পেনশনকে কোনো বিবেচনামূলক বা দয়া-ভিত্তিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা হিসেবে না দেখে, একটি **আইনি এবং সাংবিধানিক অধিকার (constitutional and legal entitlement)** হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

- এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মর্যাদা, সমতা এবং **নাগরিক অধিকারকে** শক্তিশালী করবে।

৫. কর্মসংস্থান সহায়তার সাথে সামাজিক নিরাপত্তার একীকরণ

- আয় সুবিধাকে দক্ষতা উন্নয়ন, **বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (vocational training)** এবং জীবিকা প্রবর্ধন কর্মসূচির সাথে যুক্ত করা উচিত।
- এই ধরনের একীকরণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আরও বেশি **অর্থনৈতিক স্বাধীনতা** এবং উৎপাদনশীল অংশগ্রহণ অর্জনে সক্ষম করবে।

৬. সামাজিক সুরক্ষা অভিসরণ বৃদ্ধি করা

- প্রতিবন্ধী পেনশনকে স্বাস্থ্যসেবা, বীমা, পুনর্বাসন এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রকল্পের সাথে **সমন্বিত (integrated)** করা উচিত।
- একটি **সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি (holistic approach)** বহুমাত্রিক সংবেদনশীলতা দূর করবে এবং সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে।

৭. অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকারি-বেসরকারি অংশগ্রহণ (PPP) বৃদ্ধি

- কর ছাড় (tax incentives), মজুরি ভর্তুকি (wage subsidies) এবং অ্যাক্সেসিবিলিটি বা প্রবেশগম্যতা সহায়তার মাধ্যমে সরকারগুলোর উচিত বেসরকারি নিয়োগকর্তাদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরিতে নিতে উৎসাহিত করা।
- বৃহত্তর বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াবে এবং **অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে** ত্বরান্বিত করবে।

উপসংহার

একটি **ন্যূনতম সার্বজনীন প্রতিবন্ধী পেনশন ফ্লোর রেট (MUDPFR)** ভারতে প্রতিবন্ধী কল্যাণ ব্যবস্থাকে একটি খণ্ডিত ও দান-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি (charity-based approach) থেকে একটি **অধিকার-ভিত্তিক ব্যবস্থায় (rights-based system)** রূপান্তরিত করবে; যা একটি প্রকৃত অন্তর্ভুক্তিমূলক **'বিকশিত ভারত'**-এর অভিমুখে ভারতের অগ্রযাত্রায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (PwDs) মানবিক মর্যাদা, সমতা এবং অর্থপূর্ণ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করবে।

Q. "Despite constitutional and legal protections, social security for Persons with Disabilities (PwDs) in India remains fragmented and inadequate. Examine the need for a Minimum Universal Disability Pension Floor Rate (MUDPFR) and its role in promoting inclusive development." 15 Marks

***

সাধারণ অধ্যয়ন ৩

2.1. অর্থনীতি

2.1.1. ভারতের গ্রস-নেট FDI বৈপরীত্য

প্রেক্ষাপট (Context)

ঐতিহাসিকভাবে শক্তিশালী **$94.6 বিলিয়ন** গ্রস ইনফ্লো থাকা সত্ত্বেও 2025-26 সালে ভারতের **নেট প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (FDI)** তীব্রভাবে কমে **$7.6 বিলিয়নে** দাঁড়িয়েছে। এই ক্রমবর্ধমান বৈপরীত্য আন্তর্জাতিক মূলধন চলাচলের ক্ষেত্রে একটি **কাঠামোগত পরিবর্তনকে (structural transition)** তুলে ধরে, যেখানে ত্বরান্বিত কর্পোরেট বিনিয়োগ প্রত্যাহার এবং **মূলধন প্রত্যাবাসন (capital repatriation)** নতুন মূলধন সঞ্চয়কে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

ভূমিকা (Introduction)

প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) ঐতিহ্যগতভাবে একটি স্থিতিশীল, দীর্ঘমেয়াদী, ঋণ-বহির্ভূত মূলধন প্রবাহ হিসেবে বিবেচিত হয় যা প্রযুক্তি হস্তান্তর করে এবং উৎপাদনশীল ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। যাইহোক, সমসাময়িক অ্যাকাউন্টিং বাস্তবতা ইঙ্গিত দেয় যে **মূলধনের প্রস্থান (capital exits)** ভারতের নেট মূলধন ধরে রাখাকে উল্লেখযোগ্যভাবে চ্যালেঞ্জ করছে, যার জন্য অন্তর্নিহিত কাঠামোগত পরিবর্তনগুলির একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

FDI-এর নিয়ন্ত্রক কাঠামো (Regulatory Framework of FDI)

- **সংজ্ঞা এবং ইক্যুইটি থ্রেশহোল্ড:** FDI-এর সাথে অনাবাসী সত্তাগুলির দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ-বহির্ভূত মূলধন বিনিয়োগ জড়িত, যা বিশেষভাবে তালিকাভুক্ত নয় এমন (unlisted) ভারতীয় কোম্পানিগুলিকে লক্ষ্য করে বা তালিকাভুক্ত দেশীয় সংস্থাগুলিতে **10% ইক্যুইটি শেয়ারের (equity stake)** বেশি হয়।
- **নোডাল রেগুলেটরি গভর্নেন্স:** বিদেশি বিনিয়োগ কঠোরভাবে **বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা আইন (FEMA), 1999** এবং **FDI নীতি 2020** দ্বারা পরিচালিত হয়, যা বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের অধীনে **DPIIT** এবং **ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI)** দ্বারা যৌথভাবে পরিচালিত হয়।
- **কার্যকরী ইনফ্লো রুট:** মূলধন হয় **স্বয়ংক্রিয় রুটের (Automatic Route)** মাধ্যমে প্রবেশ করে, যেখানে পরবর্তীতে RBI-কে অবহিত করার প্রয়োজন হয় (যেমন, গ্রিনফিল্ড বায়োটেকনোলজি), অথবা **সরকারি অনুমোদন রুটের (Government Approval Route)** মাধ্যমে, যেখানে পূর্ববর্তী মন্ত্রক পর্যায়ের ছাড়পত্র প্রয়োজন হয় (যেমন, ডিজিটাল মিডিয়া নিউজ স্ট্রিমিং)।
- **সংবিধিবদ্ধ খাতভিত্তিক নিষেধাজ্ঞা:** কৌশলগত সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন, লটারি ব্যবসা, জুয়া, চিট ফান্ড এবং তামাক উৎপাদন সহ নির্দিষ্ট কিছু খাতে **FDI সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ**।
- **ব্যালেন্স অফ পেমেন্টস (BoP) অ্যাকাউন্টিং ম্যাট্রিক্স:** আর্থিক হিসাবের (Financial Account) মধ্যে গ্রস ইনফ্লো থেকে মূলধন বিনিয়োগ প্রত্যাহার এবং প্রত্যাবাসন বিয়োগ করে **নেট FDI** গণনা করা হয়; উল্লেখযোগ্যভাবে, লভ্যাংশ প্রদানগুলি **চলতি হিসাবে (Current Account)** লগ করা হয় এবং নেট আর্থিক মেট্রিক্সকে কমিয়ে দেয় না।

নেট FDI প্রবণতা বিশ্লেষণের তাৎপর্য (Significance of Analyzing Net FDI Trends)

- **পরিমাণের চেয়ে মানের মূল্যায়নকে পরিমার্জিত করে:** শিরোনামের গ্রস সংখ্যা থেকে নেট প্রবাহের দিকে বিশ্লেষণাত্মক ফোকাস স্থানান্তরিত করা নীতিনির্ধারকদের অর্থনীতির মধ্যে প্রকৃত **দীর্ঘমেয়াদী মূলধন ধরে রাখার (capital retention)** পরিমাপ করতে দেয়।

- **ব্যালেন্স অফ পেমেন্টসের দুর্বলতা প্রকাশ করে:** দীর্ঘমেয়াদী বহিরাগত খাতের স্থিতিশীলতা মূল্যায়ন এবং **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের** উপর চাপের বিন্দুগুলির পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য মূলধনের উড্ডয়নের (capital flight) হার পর্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- **প্রকৃত প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং গভীরতা পরিমাপ করে:** ধারাবাহিক বাস্তব সম্পদ প্রতিশ্রুতিগুলির ট্র্যাক রাখা **কাঠামোগত প্রযুক্তি শোষণ (technology absorption)**, স্থানীয়করণকৃত পেটেন্ট এবং শিল্প পরিপক্কতার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য প্রক্সি হিসাবে কাজ করে।
- **জাতীয় উৎপাদন কৌশলকে অবহিত করে:** নেট বিনিয়োগ বন্টনের বিস্তারিত তথ্য দেশীয় উদ্যোগ যেমন **প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনসেনটিভ (PLI)** স্কিমের সাথে বিদেশি মূলধনের লক্ষ্যমাত্রা মেলাতে সাহায্য করে।

অন্তর্মুখী মূলধন প্রবাহের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Inward Capital Flux)

- **প্রকৃত FDI (Real FDI - RFDI):** ঐতিহ্যবাহী বহুজাতিক উদ্যোগগুলি নিয়ে গঠিত যারা স্থানীয় উৎপাদন ভিত্তি স্থাপন করে, মালিকানাধীন প্রযুক্তি হস্তান্তর করে এবং আয়োজক দেশের প্রতি **দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতি** প্রদর্শন করে।
- **আর্থিক বিনিয়োগকারী (Financial Investors):** এর মধ্যে রয়েছে প্রাইভেট ইক্যুইটি (PE) তহবিল, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল (VC) সংস্থা এবং সার্বভৌম সম্পদ তহবিল, যারা প্রাথমিকভাবে মাঝারি-মেয়াদী মূলধন বৃদ্ধি এবং পূর্বনির্ধারিত **প্রস্থান কৌশলের (exit strategies)** উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
- **ডায়াস্পোরা এবং স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল (SPVs):** এর মধ্যে বিদেশে সংগ্রহ করা এবং অফশোর আর্থিক কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে প্রবাহিত মূলধন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা মাঝে মাঝে দেশীয় তহবিলের পুনর্ব্যবহার বা **রাউন্ড-ট্রিপিংয়ের** সাথে জড়িত থাকতে পারে।
- **কর্পোরেট পুনর্গঠন ইনফ্লো:** এটি অভ্যন্তরীণ একীভূতকরণ, শেয়ার সোয়াপ (share swaps) এবং আন্তঃগোষ্ঠী ঋণ-থেকে-ইক্যুইটি রূপান্তর থেকে উদ্ভূত অ-নতুন (non-fresh) মূলধন ইনজেকশনগুলিকে উপস্থাপন করে যা **নতুন বৈদেশিক মুদ্রা** নিয়ে আসে না।
- **বাহ্যিক প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (OFDI):** এটি ভারতীয় কর্পোরেট সংস্থাগুলির দ্বারা আন্তঃসীমান্ত মূলধন বিনিয়োগকে প্রতিফলিত করে, যা প্রায়শই সিঙ্গাপুর এবং ইউএই (UAE)-এর মতো বিচারব্যবস্থায় **হোল্ডিং কোম্পানিগুলির** দিকে পরিচালিত হয়।

কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ (Structural Challenges)

- **উৎপাদনশীল প্রকৃত FDI-তে ক্রমাগত পতন:** মূল উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘমেয়াদী শিল্প প্রতিশ্রুতি (RFDI) সংকুচিত হয়েছে, যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মোট কার্যকরী ইনফ্লোগুলির মাত্র **10.6%**।
- **স্বল্পমেয়াদী আর্থিক প্রস্থানের আধিপত্য:** আর্থিক বিনিয়োগকারীরা (PE/VC তহবিল) কার্যকরী ইনফ্লোগুলির **40.5%** গঠন করে, যার ফলে কৌশলগত প্রস্থানের পর্যায়গুলিতে ব্যাপক **মূলধন বহিঃপ্রবাহ (capital outflows)** ঘটে, যেমনটি সাম্প্রতিক বহু-বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রত্যাহার দ্বারা চিত্রিত হয়েছে।
- **অ-নতুন অ্যাকাউন্টিং সামঞ্জস্যের মাধ্যমে স্ফীতি:** 2014-15 সাল থেকে মোট ইক্যুইটি ইনফ্লোর প্রায় **$40 বিলিয়ন** নতুন নগদ ইনজেকশনের পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ কর্পোরেট পুনর্গঠন এবং কাগজের লেনদেন নিয়ে গঠিত।
- **শেল সত্ত্বা এবং মূলধন পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে বিকৃতি:** ভারতের বাহ্যিক বিনিয়োগের (OFDI) প্রায় **45%** সরাসরি অপারেশনাল সত্ত্বার পরিবর্তে বিদেশে আর্থিক, বীমা এবং ব্যবসায়িক পরিষেবা হোল্ডিং কোম্পানিগুলিতে প্রবাহিত হয়।

- **মূলধন বহিঃপ্রবাহ-থেকে-অন্তর্মুখী প্রবাহের ঘাটতি বৈপরীত্য:** যখন বিনিয়োগ প্রত্যাহার, লভ্যাংশ রেমিট্যান্স ($118.9 বিলিয়ন) এবং IPR রয়্যালটি ($46.6 বিলিয়ন) হিসাব করা হয়, তখন দেশে প্রবেশকারী প্রতি **$1.00** নতুন ইক্যুইটির জন্য প্রায় **$1.50** বাইরে চলে যায়।

নেট FDI ধরে রাখা বাড়ানোর এগিয়ে যাওয়ার পথ (Way Forward for Enhancing Net FDI Retention)

- **প্রকৃত FDI-কে অগ্রাধিকার দিতে খাতভিত্তিক প্রণোদনাগুলি ক্যালিব্রেট করুন:** লক্ষ্যভিত্তিক আর্থিক এবং নিয়ন্ত্রক সুবিধাগুলি প্রবর্তন করুন যা স্বল্প-থেকে-মাঝারি-মেয়াদী পোর্টফোলিও-শৈলীর PE/VC প্রবাহের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদী **গ্রিনফিল্ড শিল্প বিনিয়োগকে** বিশেষভাবে সমর্থন করে।
- **রিপোর্টিং ফর্ম্যাটগুলিকে আধুনিক ও পৃথকীকরণ করুন:** শেয়ার সোয়াপের মতো অভ্যন্তরীণ কর্পোরেট ব্যালেন্স-শিট পুনর্গঠন থেকে নতুন বৈদেশিক মুদ্রার নগদ এন্ট্রিগুলিকে স্পষ্টভাবে আলাদা করার জন্য **DPIIT এবং RBI ডেটা স্ট্রাকচার** সংশোধন করুন।
- **দেশীয় শিল্প ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করুন:** বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলিকে সম্পূর্ণ প্রত্যাবাসন বেছে নেওয়ার পরিবর্তে স্থানীয়ভাবে লাভ পুনঃবিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করার জন্য কাঠামোগত **ইজ-অফ-ডুয়িং-বিজনেস (ease-of-doing-business)** সংস্কারগুলিকে গভীর করুন এবং পরিকাঠামোর প্রাপ্যতা উন্নত করুন।
- **গভীর এবং স্থিতিস্থাপক প্রস্থান শোষণ পথ বিকাশ করুন:** BoP-এর আর্থিক অ্যাকাউন্টে হঠাৎ ধাক্কা সৃষ্টি না করে বড় আকারের PE/VC প্রস্থানগুলিকে সুচারুভাবে শোষণ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য দেশীয় **আর্থিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক বাজারগুলিকে** প্রসারিত করুন।
- **অ্যান্টি-রাউন্ড-ট্রিপিং এবং মূলধন পুনর্ব্যবহার তদারকি কঠোর করুন:** অফশোর হোল্ডিং হাব এবং শেল কোম্পানিগুলির দিকে পরিচালিত আউটবাউন্ড বিনিয়োগগুলি সুশৃঙ্খলভাবে নিরীক্ষণ করার জন্য প্রয়োগকারী ক্রস-সমন্বয় উন্নত করুন।
- **মূলধারার ইনফ্লোগুলির সাথে গিফট সিটি (GIFT City) মেট্রিক্সের সামঞ্জস্য বিধান করুন:** উৎপাদনশীল সম্প্রসারণ এবং মূলধনের উড্ডয়নের (capital flight) মধ্যে স্পষ্টভাবে পার্থক্য করার জন্য ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস সেন্টার (IFSCs)-এর মাধ্যমে চলমান মূলধনের জন্য একটি ব্যাপক ট্র্যাকিং আর্কিটেকচার তৈরি করুন।

উপসংহার (Conclusion)

যদিও শক্তিশালী গ্রস FDI পরিসংখ্যান ভারতের বাজারে অব্যাহত আন্তর্জাতিক আগ্রহ নির্দেশ করে, ক্রমবর্ধমান মূলধন বহিঃপ্রবাহ এবং প্রকৃত উৎপাদনশীল প্রতিশ্রুতির একটি কম ভাগ **নীতি পুনর্নির্ধারণের (policy recalibration)** প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে। দীর্ঘমেয়াদী সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা (macroeconomic stability) এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য মোট পরিমাণ থেকে **উচ্চ-মানের, প্রযুক্তি-নিবিড় শিল্প মূলধন** ধরে রাখার দিকে কৌশলগত ফোকাস স্থানান্তর করা অপরিহার্য।

Q. India's foreign direct investment (FDI) ecosystem displays a stark divergence between robust gross inflows and a sharp decline in net capital retention. Evaluate the structural causes behind this gross-net paradox and discuss its long-term implications for India's balance of payments and industrial development. 15 Marks

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM

IAS 10-Month GS PCM

Degree + IAS

Prelims Test Series

Click here to watch this video